এই সময় ১৩/১০/২০২০

▶ হ্যাঁ ৮৫% ▶ না ১০% ▶ জানি না ৫%

মতামত জানাতে লগ ইন করুন
www.eisamay.com

তাই কোভিডের হিটলিস্টে একেবারে উপরের দিকে থাকা জনতাই জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুশ্চিন্তার কারণ।

মৃত্যু হলে তার মধ্যে ৭০ জনই পুরুষ!

▶ এরপর সাতের (দেশ) পাতায়

হয়ে পড়েন সৌমিত্র।

▶ এরপর চারের (শহর) পাতায়

# পুজোয় লোকালে অনাগ্রহী রাজ্য

এই সময়, কলকাতা ও হাওড়া: লোকাল ট্রেন ফের চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার এখনই আগ্রহী নয়। অন্তত পুজোর আগে কোনও ভাবেই নয়। মঙ্গলবার নবান্নর কর্তারা জানিয়েছেন, রেল থেকেও এ নিয়ে কোনও প্রস্তাব আসেনি। নবান্ন দেখে নিতে চায়, দুর্গাপুজোর পর রাজ্যে করোনা-সংক্রমণ কোথায় দাঁড়াচ্ছে। তার পরেই লোকাল ট্রেন ফের চালু করা নিয়ে ভাববে রাজ্য। প্রশাসনের আশঙ্কা, এ সময়ে লোকাল ট্রেন চালু হলে সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে।

তবে কলকাতার আশপাশে ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় লোকাল ট্রেন চালানোর জোরালো দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষ। রেলকর্মীদের যাতায়াতের জন্য বরাদ্দ স্পেশ্যাল ট্রেনে উঠতে চেয়ে গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভ ও অবরোধ হয়েছে। আবার রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের মতে, লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকায় আমজনতার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

লোকাল ট্রেনের দাবিতে হালে এমন বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে নানা স্টেশনে — এই সময়

মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়া স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান পাণ্ডুয়া থেকে আসা জনা তিরিশ মহিলা। যাঁরা পেশায় পরিচারিকা। কাজ সেরে বিকেলে তাঁরা যখন বাড়ি ফিরছেন, তখন তাঁদের আটকায় জিআরপি ও আরপিএফ। রেলকর্মীদের পরিচয়পত্র দেখাতে না-পারলে স্টেশনে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এমনটা আরপিএফ সাফ জানিয়ে দিলে ওই মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের বক্তব্য, একে লকডাউনের কারণে দীর্ঘদিন বাড়িতে বসে থাকায় তাঁদের পুঁজি শেষ। এখন তাঁরা কাজের জন্য কলকাতায় গেলেও লোকাল ট্রেন না-চলায় বাসে গাদাগাদি করে যাতায়াত করতে হচ্ছে, সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে, মোটা টাকা বাসভাড়াও দিতে হচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের একজন, রুকসানা বিবি বলেন, 'বাড়িতে বাচ্চারা রয়েছে। করোনার ভয় নিয়ে বাড়ি ফিরছি। ট্রেনে আমাদের উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। রোজগারের সব বাস ভাড়াতেই চলে যাচ্ছে।'

কয়েক মাস আগে রাজ্য সরকার যখন কলকাতায় মেট্রো রেল চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়েছিল, তখন সেই চিঠিতে লোকাল ট্রেন ফের চালানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়।

▶ এরপর চারের (শহর) পাতায়

C M Y K

P.T.O

রাজনৈতিক তরজা

# র ছাদ স্ফোরণে

এই সময়

ছ। পুলিশ
র নজরে
া হবে।'
ধ্যায় এই
ত্রী মমতা
রেছেন।
-তদন্তও
ব্যাপারে
় কী না

কাংশের
াসকদল
িভিন্ন
যুক্ত।
রোডের
গান্ধীমাঠ
সিন্দারা
ারণের
আতঙ্কে

বাইরে বেরিয়ে দেখেন, ক্লাবের তিনতলার ঘরের ছাদ উড়ে গিয়েছে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ছাদের ওই ঘরের একপাশের বড় দেওয়াল চুরমার হয়ে নীচে বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেখে, ক্লাবের টিভি, ক্যারম বোর্ড, কম্পিউটার, দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পোড়া কালো দাগও বিস্ফোরণস্থলে মেলে। সূত্রের খবর, ছাদের ওই ঘরের সিঁড়ির কাছে একটি বদ্ধ জায়গা রয়েছে। সেখানে সম্ভবত বিস্ফোরক বা বোমা জাতীয় কিছু মজুত ছিল। কিন্তু কোনও কারণে তা ফেটে যায়। একটি সূত্রের খবর, ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গিয়েছে জালকাঠিও, যা বোমায় ব্যবহার করা হয়।

যদিও ক্লাবের অন্যতম সদস্য অর্ণব দে বলেন, 'সকাল তখন ৭টা হবে। মোটর বাইকে করে দু'জন এল। তাদের মুখে মাস্ক, মাথায় টুপি ও গলায় গামছা বাঁধা। তারা ক্লাব তাক করে বোমা মেরে পালিয়ে গেল।'

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের বক্তব্য, কেউ বোমা মারলে ক্লাবের একতলার ঘরেই মারবে। হাতবোমায় কী ভাবে তিন তলার ছাদ উড়ে যেতে পারে! আবার ক্লাব সদস্যদের একাংশের বক্তব্য, ক্লাবের ওই ঘরের ভিতরে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল, সেটা ফেটেই ওই বিপত্তি।

এলাকার মানুষদের একাংশ জানাচ্ছেন, ক্লাবে এক প্রোমোটারের প্রভাব রয়েছে। তাঁর সঙ্গে শত্রুতাও রয়েছে অনেকের। সেই কারণেও কিছু ঘটে থাকতে পারে বলে বাসিন্দাদের একাংশ মনে করছেন। তবে ওই প্রোমোটারের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

# লোকালে অনাগ্রহী রাজ্য

▶ প্রথম পাতার পর

সেই সময়ে অবশ্য রাজ্যের সেই প্রস্তাবে রেল মন্ত্রক সায় দেয়নি। এখন রেল মন্ত্রক মুম্বইয়ে লোকাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতায় মেট্রো রেলের পরিষেবা চালু হয়েছে।

রাজ্যে লোকাল ট্রেন চালু করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গিরীশ গুপ্ত। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ২১ মার্চ থেকে লোকাল ট্রেন বন্ধ। গরিব যাত্রীদের লোকাল ট্রেন ছাড়া যাতায়াতের অন্য কোনও উপায় নেই। অবাধ যাতায়াত ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার। লোকাল ট্রেন না-চালানোর সিদ্ধান্ত ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতারও পরিপন্থী। দীর্ঘদিন ট্রেন বন্ধ থাকায় মানবাধিকারও লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। বিচারপতি গুপ্তর মতে, জরুরি সময়ে মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করা যায় না। তিনি বলেন, 'রেলকে সুপারিশ করার ক্ষমতা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আছে, আমাদের নেই। তাই, জাতীয় কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। এক জায়গায় ট্রেন চললে অন্যত্র চলবে না কেন? আইনের জায়গা থেকে এই চিঠি দিয়েছি।'

ইতিমধ্যেই বিজেপির সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গে লোকাল ট্রেন চালু করার জন্য রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে চিঠি দিয়েছেন। মেট্রো রেলের ধাঁচে নির্দিষ্ট বিধি মেনে লোকাল ট্রেন চালু করার জন্য উদ্যোগী হতে আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ দিন চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান ও বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী। তাঁদের বক্তব্য, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, বাজার সব খুলে গিয়েছে, অথচ লোকাল ট্রেন চালু হয়নি। সেই জন্য জীবিকা রক্ষার দায়ে বেশি টাকা গুনাগার দিয়ে মানুষকে বাস-টোটো-অটোরিকশায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, লোকাল ট্রেন চলছে না বলে বাসে ভিড়ও অনেক বেশি হচ্ছে। এই পরিস্থিতে রেল মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন লাইনে আগে যে সংখ্যায় ট্রেন চলত, তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় ট্রেন চালানোর প্রস্তাব দিয়েছেন মান্নান ও সুজন। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ওই দুই নেতার প্রশ্ন, 'চোখের সামনে দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে, অথচ জরুরি প্রয়োজনেও মানুষ উঠতে পারবেন না, এ কেমন ব্যবস্থা?'

# াদের সঙ্গে অভিষেকের

চনা, হাজির পিকেও

আভাস সৌমিত্রর